কুলধর্ম

মিহির ভট্টাচার্য

কোনো এক কালে পৌন্ড্রবর্মন ভুক্তির প্রজাগণ সুশাসন ও প্রজাকল্যাণের আশায় সৌম্য তথাগত দ্বিজাচার্যকে নিজেদের রাজা নির্বাচন করে। সিংহাসনে আরোহণের পরবর্তী দু-তিন বৎসর নব নির্বাচিত রাজা প্রজাকল্যাণের নানা রূপ ভঙ্গি প্রদর্শন করেন। ওই সময় অমাত্যগণ, প্রশাসনের মন্ত্রণাদাতাগণ, শ্রেষ্ঠী ও ধনকুবেরেরা সমীহের সঙ্গে রাজ - গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং রাজসমীপে বিনীত মুদ্রায় নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে। সরল, সহজে মুগ্ধ সাধারণ প্রজাগণ পুলকিত চিত্তে রাজার গুণগান করতে থাকে এবং দ্বিজাচার্যকে স্থায়ী রূপে বরণ করে নেয়।

রাজপদে স্থায়িত্ব লাভ করে দ্বিজাচার্য তৎপর হলেন রাজার কুলধর্ম অর্জন ও পালন করতে। তিনি জন্মসূত্রে রাজবংশ বা রাজপ্রসাদ ঘনিষ্ঠ কোনো পরিবারের সদস্য নন। তাই তিনি স্থির করলেন অমাত্যগণ, প্রশাসনের মন্ত্রণাদাতাগণ, শ্রেষ্ঠী ও ধনকুবেরদের কাছ থেকে রাজধর্মের খুঁটিনাটি শিক্ষা গ্রহণ করবেন। ওই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই রাজধর্ম সংহিতা নির্মাণ করেছে এবং তারাই পূর্ববর্তী রাজাদের রাজকর্মে সাহায্য করেছে। রাজ ধর্ম সাধারণ প্রজার বুদ্ধিগম্য নয়।

অচিরেই পৌন্ড্রবর্ণনবুক্তির প্রজাগণ দেখতে পেলেন তাদের প্রিয় রাজার পদক্ষেপণ, হস্তচালনা পালটে যাচ্ছে। রাজা সমবেদনাশূন্য দৃঢ় ও কর্কশ কণ্ঠে প্রজাগণের উদ্দেশে নানা ভাষণ দিতে শুরু করেছে। তারা দেখতে পেলো অমাত্য, মন্ত্রণাদাতা, ও ধনকুবেরদের স্বার্থে পদক্ষেপ নিয়ে রাজা ঘোষণা করছেন প্রজাকল্যাণের জন্যই এসব করা হচ্ছে। রাজার অতি ঘনিষ্ঠ মিত্র, স্বজন এবং প্রজাগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত বহু ব্যক্তি রাজাকে বললেন, প্রজাগণের অসন্তোষ বাড়ছে। তারা পূর্ববর্তী রাজাদের কালের মতোই নিপীড়ণে, বিশৃঙ্খলায়, অন্নাভাবে পীড়িত।

দ্বিজাচার্য সামান্য ব্যাকুল হলেন। সিংহাসনে আরোহণ - পূর্ববর্তী সময়ের স্মৃতি তাঁকে বিচলিত করে তুললো। তিনি অমাত্য, মন্ত্রণাদাতা, শ্রেষ্ঠী ও ধনকুবেরদের কাছে নিজের বেদনার কথা বলেন। তারা একবাক্যে বললো, মহারাজ, রাজার কুলধর্মে আপনি শিক্ষা নিয়েছেন। তা ভুলে যাবেন না। রাজার কুলধর্ম প্রজাশাসন, প্রজাতোষণ নয়। উদ্যোগী ও অগ্রণীদের পথ মসৃণ করলেই রাজ্যের উন্নতি হবে।

—কিন্তু ... !

প্রদান পরামর্শদাতা বললেন, কোনো কিন্তু নয় মহারাজ। মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা রাজাকে দুর্বল করে। ওই সব রন্ধ্রপথে আবেগ, সমবেদনা, সহানুভূতি, দায়, করুণা, মানবতা প্রভৃতি তমোগুণ রাজার কুলধর্ম কলুষিত করে। তাই পূর্ববর্তী রাজারা মুখগহ্বরের উপরিভাগ ছেদন করতেন। রাজার কুলধর্ম পালন করার জন্য আপনিও তাই করুন। আমরা আপনার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তিষ্কের কর্ম সম্পাদন করবো। আপনি মুখগহ্বর থেকে ভাষণ দেবেন, প্রজাগণ বিরক্ত করলে বিপুল বেগে হস্ত ও পদচালনা করবেন। সে আঘাতে অজ্ঞ, দরিদ্র, মূর্খ, নিরন্ন ওই লোকগুলি সহজেই রাজধর্মে মহাত্ম্য বুঝতে পারবে।